যুগান্তর

তারিখ ২৫.৩.৯৮
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

এইচএসসি পরীক্ষায় দুর্নীতির আশংকা

নকলরোধক 'ত্রিভুজ পদ্ধতি' লংঘনের অভিযোগ

মুশতাক আহমদ

নকলরোধক 'ত্রিভুজ পদ্ধতি' লংঘনের কারণে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় দুর্নীতির আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। এসএসসি-এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষায় গণটোকাটুকি বা নকলের হাট বসা বন্ধ হয়েছে বহু আগেই। এরপর তা সীমিত আকারে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে হয়ে আসছিল। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে কোথাও কোথাও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নকলের অভিযোগ উঠছে। এক্ষেত্রে কোথাও কেন্দ্র বিনিময় প্রথা আবার কোথাও কেন্দ্র সচিবসহ অন্য কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র শুদ্ধ করে দেয়ার মতো ঘটনার অভিযোগ আসছে। এর বাইরে কোনো কোনো কেন্দ্রে পরীক্ষার দিন আগেভাগে প্রশ্নের প্যাকেট খুলে তা নিজ নিজ শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়ার অভিযোগও রয়েছে। এ কারণে কেন্দ্র নির্বাচন পদ্ধতিতে 'ত্রিভুজতত্ত্ব' প্রয়োগ করা হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী 'ক' প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের কেন্দ্র করা হয় 'খ'-তে। আর 'খ' প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র করা হয় 'গ' প্রতিষ্ঠানে। এই হিসেবে 'গ' প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র করা হয় 'ক' প্রতিষ্ঠানে। ফলে কেন্দ্র বিনিময় প্রথা বন্ধ করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি পরীক্ষা শুরুর বেশ আগে বিশেষ আশংকা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

আশংকা : পরীক্ষায় দুর্নীতির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে ২ ঘণ্টা আগে প্রশ্নের প্যাকেট খুলে তা শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া বন্ধ করতে বোর্ড থেকে গোয়েন্দা মোতায়েনের পদক্ষেপ নেয়া হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বোর্ডগুলো শীর্ষ ২০ প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করে থাকে। গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ফলাফল, শতভাগ পাস, নিবন্ধিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণের হার, জিপিএ-৫ প্রাপ্তিসহ ৫টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে এই তালিকা প্রণীত হচ্ছে। অবশ্য প্রথম দিকে সেরা নির্বাচনের মানদণ্ড ছিল ৪টি। কিন্তু দেশে বাণিজ্যিক স্কুল ও কলেজগুলোর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই তালিকায় স্থান করে নেয়া নিয়ে শুরু হয় দুর্নীতির ঘটনা। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমনকি বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলো জানায়, বোর্ড স্বীকৃত সেরা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় স্থান পেলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়— এই তত্ত্বের কারণে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের শীর্ষ ২০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে কোনো কোনো প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ নানা ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় নিতে শুরু করেন। প্রথম দিকে শতভাগ পাসের কৃতিত্ব অর্জনের লক্ষ্যে সুনামপ্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেউ কেউ দশম শ্রেণীতে পদোন্নতি পরীক্ষা থেকে শুরু করে নির্বাচনী পরীক্ষায় তুলনামূলক খারাপ করা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্বল বলে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের বোর্ড পরীক্ষায় পাঠানো বন্ধ করে দিতে থাকে। এক্ষেত্রে দুর্বল শিক্ষার্থীদের ভালো করার প্রচেষ্টার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে (টিসি ধরিয়ে) দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন হোঁচট খেতে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা বোর্ডগুলো 'নিবন্ধিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণের হার' নামে আরেকটি শর্ত জুড়ে দেয় সেরা প্রতিষ্ঠান বাছাই প্রতিযোগিতায়। এরপরই শুরু হয় কেন্দ্র বিনিময় প্রথা আর প্রশ্নপত্র আগেভাগে খুলে নিজ নিজ শিক্ষার্থীদের 'সব প্রশ্নের উত্তরদানে' প্রস্তুত করে নেয়ার প্রবণতা। এই প্রবণতা নিয়েও গণমাধ্যমে লেখালেখি শুরু হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আগে প্রশ্নের প্যাকেট খুলে ফেলার ঘটনায় উত্তরা এলাকার একটি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে। একই এলাকার আরেকটি প্রতিষ্ঠানকে 'কেন্দ্র বিনিময় প্রথা'য় লিপ্ত হয়ে নকলে সহায়তা বা পরীক্ষার পর উত্তরপত্র শুদ্ধ করে দেয়ার ঘটনায়ও চিহ্নিত করে। বিষয়টি স্বীকার করে ঢাকা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন জানান, এই ঘটনায় উত্তর কাফরুলের একটি প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র তারা বাতিলও করেন। এর বাইরে কয়েক বছর আগে এসএসসির টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ফাঁসের প্রমাণও পাওয়া যায়।

জানা গেছে, এ ধরনের অভিযোগের পরই বোর্ড কর্তৃপক্ষ কেন্দ্র নির্বাচনে 'ত্রিভুজতত্ত্ব'র আশ্রয় নেয়। কিন্তু আগামী ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় এইচএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে ... বোর্ড যে কেন্দ্র নির্বাচন করেছে, তাতে এই ত্রিভুজ ... লংঘনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কেবল ঢাকা বোর্ডের ঢাকা মহানগরীর ৬৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ১২টিই পড়েছে এ ধরনের কেন্দ্র, যেখানে পরস্পরের প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্র হয়েছে। আর এর ফলে এবারও পরীক্ষায় দুর্নীতির আশংকা করছেন সংশ্লিষ্টরা। জানা গেছে, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ৮টি এবং মাদ্রাসা বোর্ড ও কারিগরি বোর্ডে এবার ১০ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। ১০ বোর্ডের অধীন প্রায় ২ হাজার কেন্দ্রের মধ্যে অন্তত ৫শ' এ ধরনের কেন্দ্র রয়েছে।

ঢাকা মহানগরীতে এ ধরনের যে ২৪টি কেন্দ্র রয়েছে সেগুলো হচ্ছে— মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি (কেন্দ্র নং ৫) ও মিরপুর কলেজ (কেন্দ্র নং ৬), রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ (৩৫) ও উত্তরা হাইস্কুল (৫৮), কমলাপুর পূর্ব বাসাবো কলেজ (৫৫) ও মীর্জা আব্বাস মহিলা কলেজ (৩৭), শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ (২২) ও ফজলুল হক মহিলা কলেজ (২৪), সিদ্ধেশ্বরী কলেজ (২০) ও মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ (৩৯), হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ (১৮) ও ভিকারুননিসা নূন কলেজ (২৭), নটর ডেম কলেজ (১৭) ও সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ (২১), বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ (১৫) ও উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয় (২৫), ইউনিভার্সিটি ওমেন ফেডারেশন কলেজ (১২) ও ড. মালেকা কলেজ (৩৪), ঢাকা সিটি কলেজ (১১) ও আইডিয়াল কলেজ (১৩), লালমাটিয়া মহিলা কলেজ (১০) ও মোহাম্মদপুর মহিলা কলেজ (২৮) এবং আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ (১) ও বিএএফ শাহীন কলেজ (৩২)।

এ ব্যাপারে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য ও ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক শেখ মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান জানান, কেন্দ্র বিনিময় প্রথাসহ পরীক্ষায় বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ তারা পেয়ে আসছেন। এই অভিযোগ ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে তারা বেশি পেতেন। এ কারণেই ত্রিভুজতত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে 'ভাইস-ভারসা' (পরস্পরের প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্র) প্রথা বন্ধ করা হয়। এরপরও এবার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আসন ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আগে আরও বেশি ছিল। কমিয়ে ১২টা পর্যন্ত নামানো সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও কমবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলের কোনো কোনো কেন্দ্রের ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নকলের অভিযোগ তারা পেয়ে থাকেন। সে ক্ষেত্রে ভাইস-ভারসা বন্ধ করতে কেন্দ্রভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দেয়। এক্ষেত্রে তাকে 'ভেন্যু-কেন্দ্র' বলা হয়। আর যেসব স্থানে গোটা কেন্দ্রেই নকলের অভিযোগ আসে, সেখানে বোর্ড থেকে ভিজিল্যান্স টিম পাঠানো হয়ে থাকে। পরীক্ষার ২ ঘণ্টা আগে প্রশ্নের প্যাকেট খুলে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে বলেন, 'এ ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে বোর্ড থেকে গোয়েন্দা পাঠিয়েও আমরা কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারিনি। আসলে দুষ্কর্মকারীরা সবখানেই তাদের এজেন্ট রাখতে ... রেখে বিরুদ্ধে কী পন্থা নেয়া যায়, সে ... চলছে।'